



বজ্রবৃষ্টি ও বজ্রপাত যা জানা প্রয়োজন

মনে রাখবেন

১. এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়;
২. বজ্রপাত সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করতে হবে;
৩. ঘনকালো মেঘ দেখলে সমুদ্র, নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে;
৪. প্রতিটি বাড়িতে/ ভবনে বজ্র নিরোধক দস্ত স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।

বজ্রপাতের সময় নিরাপদ থাকতে করণীয়:

ঘরের ভিতর

১. বাড়ির খাতব দরজা-জানালা, সিঁড়ির রেলিং, পানিকল, পাইপ ইত্যাদি ধরবেন না এবং জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকবেন না; অবশ্যই জানালা বন্ধ রাখুন।
২. বৈদ্যুতিক সংযোগযুক্ত সকল উপকরণ (টিভি, প্লিজ, কম্পিউটার, ল্যান্ড ফোনসহ অন্যান্য উপকরণ) ধরা থেকে বিরত থাকুন এবং বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে অবস্থান করুন;
৩. বার্ণা/বাথটাবে গোসল করবেন না। ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়বেন না বা শুয়ে থাকবেন না।

ঘরের বাইরে

১. যত দূর সম্ভব দালান বা পাকা ভবনের নিচে আশ্রয় নিন। টিনের চালার ঘর যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন;
২. উঁচু গাছপালা, খোলা স্থানে, বিচ্ছিন্ন যাত্রী ছাউনি, বিদ্যুতের লাইন বা বিদ্যুতের খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার প্রভৃতি থেকে দূরে থাকুন;
৩. সীতার কাটা, খোলা মাঠে খেলাধুলা করা, ছাউনি বিহীন নৌকায় ভ্রমণ থেকে বিরত থাকুন;
৪. সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন;
৫. মার্টর সাইকেল, বাই সাইকেল, বা খোলা কোন যানবাহনে ভ্রমণ করবেন না। বাস, মোটরগাড়ি বা লঞ্চে থাকলে খাতব অংশ ধরা থেকে বিরত থাকুন;
৬. খোলা স্থানে অনেকে একত্রে বাকলে পরস্পর থেকে অন্তত ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে সরে যান;
৭. ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি কানে আঙুল দিয়ে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে নিচু হয়ে বসুন (পার্শ্ব ছবির মত);
৮. বজ্রপাতে আহত ব্যক্তিকে বৈদ্যুতিক শকের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দিন ও প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণ করুন। বজ্রাহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন।

যেকোন মোবাইল ফোন থেকে ১০৯০ চেপে জরুরি আবহাওয়া বার্তা জেনে নিন
শেষ বজ্রপাত হবার পর অন্তত ৩০ মিনিট নিরাপদ আশ্রয়ে থাকুন

প্রচারে: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়